আবদুর রউফ চৌধুরী
(১৯২৯ – ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

আবদুর রউফ চৌধুরীর বইগুলো পড়ে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। তিনি তাঁর লেখায় যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিলেন তা যে-কোনও বাঙালি লেখকের জন্য গৌরবের।

আমরা নারীবাদ, নারী-আন্দোলন সময়ে সময়ে নানা কথা বলি। আমি তাঁর *গল্প-সম্ভার* ও *সাম্পান ক্রুস* পড়ে অনেক উক্তি পেয়েছি যা তাঁর মানসিক চিন্তা তীক্ষ্ণ-খরতর লেখনীর মধ্যে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছে। যদি তাঁর গল্পের ভিতরে প্রবেশ করি তবে দেখতে পাই, শত চোখ আমাদের খুলে দিতে ব্যস্ত। আবদুর রউফ চৌধুরী একজন বড় মাপের লেখক, তাই তাঁর লেখালেখি ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ধর্মের অপব্যবহার করে কিভাবে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে, ধর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে; আবদুর রউফ চৌধুরী তা পরিষ্কারভাবে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় আবদুর রউফ চৌধুরী যদি আরও বেশি প্রবন্ধ লিখতেন তা হলে মননশীলতা অনেক বেশি ছড়িয়ে যেত।

আবদুর রউফ চৌধুরী প্রবাসে থেকে দেশের জন্য যেভাবে কাজ করে গিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় আমরা যেভাবে বাংলা ভাষায় লিখি তার চেয়ে তাঁর বাক্য-বচন, তাঁর বাক্য-গঠনের বিন্যাস ভিন্ন। এই দক্ষতা অর্জন করা একটি সহজ কাজ নয়।

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক।